আমাদের সময়

তারিখ 04 JAN 2018
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৫

নতুন পে-স্কেল বাস্তবায়ন

মুখোমুখি অর্থমন্ত্রী ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকরা

এম এইচ রবিন ●

সরকারের নতুন পে-স্কেল বাস্তবায়ন নিয়ে অর্থমন্ত্রীর মুখোমুখি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকরা। অর্থমন্ত্রীর দাবি, শিক্ষকরা না বুঝেই আন্দোলন করছেন। উল্টোদিকে শিক্ষকরা বলছেন, তাদের সঙ্গে বৈঠক করে দাবি মেনে নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েও তা রাখেননি অর্থমন্ত্রী। এই দুপক্ষের মধ্যবর্তী স্থানে রয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী। তিনি এখনো সংকট সমাধানে আশা জিইয়ে রাখছেন। শিক্ষকদের সঙ্গে এক বৈঠকে তিনি জানান, তাদের দাবির সুষ্ঠু ও সম্মানজনক সমাধান হবে। এদিকে উচ্চশিক্ষা স্তরে সৃষ্ট এ সংকটে বারোটা বাজছে দেশের শিক্ষার, সেশনজটে পড়ে ভোগান্তি বাড়ছে শিক্ষার্থীদের। বিশিষ্টজনদের মতে, অবস্থা আরও ঘোলা না করে দ্রুত এ সংকটের সম্মানজনক সমাধান হওয়া উচিত।

নতুন পে-স্কেল ঘোষণার পর থেকেই মূলত তিনটি দাবি জানিয়ে আসছিলেন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা। এগুলো হলো– বেতন কাঠামোর বৈষম্য নিরসন, মর্যাদা রক্ষা ও সিলেকশন গ্রেড বহাল। এ দাবি আদায়ে তারা নানা কর্মসূচিও পালন করে আসছিলেন। কিন্তু কোনো সম্মানজনক সমাধান না হওয়ায় গত শনিবার বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন আগামী ১১ জানুয়ারি থেকে সর্বাত্মক কর্মবিরতি পালনের ঘোষণা দেয়। এ কর্মসূচির অংশ হিসেবে গতকাল রোববার থেকে শিক্ষকরা কালো ব্যাজ ধারণ শুরু করেছেন। এ ছাড়া আগামী ৭ জানুয়ারি বেলা ১১টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত তারা তিন ঘণ্টা কর্মবিরতি

এরপর পৃষ্ঠা ১১, কলাম ১

মুখোমুখি অর্থমন্ত্রী ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকরা

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) পালন করবেন। এর আগে নতুন পে-স্কেলের গেজেট প্রকাশের পর বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন দাবি আদায়ে ২৭ ডিসেম্বর সংবাদ সম্মেলন করে দেশের সব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় পুরোপুরি বন্ধের হুমকি দিয়েছিল। এদিকে শিক্ষকদের চলমান আন্দোলনের একপর্যায়ে তাদের দাবি পর্যালোচনায় একটি কমিটি গঠন করে সরকার। কমিটির সভাপতি অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত শিক্ষকদের নিয়ে বৈঠকও করেন। শিক্ষকদের অভিযোগ, গত ৬ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত বৈঠকে অর্থমন্ত্রী তাদের তিনটি দাবি মেনে নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু বৈঠকের ১০ দিন পর প্রকাশিত বেতন কাঠামোর গেজেটে তাদের প্রথম দুটি দাবির প্রতিফলন ঘটেনি। এ বিষয়ে গতকাল রোববার রাতে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক ফেডারেশনের সভাপতি ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি ফরিদ আহমেদ আমাদের সময়কে বলেন, আমরা প্রতারিত হয়েছি। তারপরও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ায় যেন ব্যাঘাত না ঘটে, সেজন্য প্রথমে নরম ও অহিংস কর্মসূচি পালন করেছি। কিন্তু সাধারণ শিক্ষকদের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। তাই কঠোর কর্মসূচি দিয়েছি। আমাদের পিঠ দেয়ালে ঠেকে গেছে, আর পেছনে ফেরার সুযোগ নেই।

এদিকে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের দাবির বিষয়ে গতকাল এক অনুষ্ঠানে অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত সাংবাদিকদের বলেন, নতুন বেতন কাঠামোয় কী পাচ্ছেন, তা না জেনেই বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকরা আন্দোলনে যাচ্ছেন। তিনি বলেন, শিক্ষকরা সবসময়ই ত্বরিত সিদ্ধান্ত নেন।

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের বিষয়ে সরকারের সিদ্ধান্ত কী– জানতে চাইলে তিনি বলেন, আমরা একটি মিটিং করেছিলাম। কিছু কথাবার্তা হয়েছিল। আমরা সেটা সমাধানের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে দিয়েছি। তারা সেটা এখনো সমাধান করেনি। তিনি বলেন, সেখানে (মিটিংয়ে) আমি বলেছিলাম– শিক্ষায় প্লুর গ্রেড-১ কর্মকর্তা আছেন, সেখান থেকে কোনো একটা পদ্ধতি বের করতে হবে, যেন এক-দুজনকে আনা যায়।

অর্থমন্ত্রী বলেন, আমি একসময় বলেছিলাম, জাতীয় অধ্যাপকদের সুপার গ্রেডে নেব। কিন্তু আমি এটা প্রত্যাহার করেছি। আমার বোন জাতীয় অধ্যাপক ছিলেন। সে আমাকে বলল, আমরা তো সরকার থেকে একটা থোক ছাড়া কিছু পাই না, যে থোক সচিবদের বেতনের সমান। আর কিছু নয়। নো হাউজিং।

প্রশাসনে ১০ জন জ্যেষ্ঠ সচিব প্রায় দুই লাখের প্রতিনিধিত্ব করছেন জানিয়ে তিনি বলেন, পাবলিক-প্রাইভেট মিলে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক ১১ হাজার। দুই লাখ থেকে হয় ১০ জন। ১১ হাজার থেকে একজনও তো হয় না। এ অবস্থার সমাধান জানতে চাইলে তিনি বলেন, সমাধান দেওয়ার মতো কিছু নেই। এ সময় শিক্ষকরা হার্ডলাইনে থাকতে পারেন বলেও মন্তব্য করেন মন্ত্রী।

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে লাগাতার কর্মবিরতি শুরু হলে কী হবে– এমন প্রশ্নে তিনি বলেন, দেখা যাক, সেই স্টেজে কখন যাই।

এদিকে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ এখনো চলমান সংকট সমাধানে আশাবাদী। গতকালও তিনি জানান, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের দাবি-দাওয়ার বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় আলোচনা করে যাচ্ছে। আশা করি, সুষ্ঠু ও সম্মানজনক সমাধান বেরিয়ে আসবে। আমরা শুরু থেকেই শিক্ষকদের সমস্যাগুলো সুষ্ঠু সমাধানের জন্য যা-যা করার করে গেছি, শিক্ষা মন্ত্রণালয় শিক্ষকদের পক্ষে আছে। আমরা তাদের সমস্যা সমাধানের জন্য জোরেশোরে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছি। মন্ত্রী বলেন, শিক্ষা পরিবারের একজন কর্মী হিসেবে শিক্ষকদের বেতন-ভাতা ইত্যাদি বিষয়ে আমি সচেতন ও সক্রিয় আছি।

বাংলাদেশ শিক্ষক ফেডারেশনের মহাসচিব অধ্যাপক এএসএম মাকসুদ কামাল আমাদের সময়কে বলেন, আগামী ১১ জানুয়ারি থেকে ৩৭টি বিশ্ববিদ্যালয়ে অনির্দিষ্টকালের জন্য শিক্ষকরা সর্বাত্মক কর্মবিরতি পালন করবেন। কোনো ধরনের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে না। এমনকি সান্ধ্যকালীন কোর্সও বন্ধ থাকবে।

তিনি আরও বলেন, এ কর্মসূচি চলাকালে সরকারের পক্ষ থেকে কোনো আলোচনায় ডাকা হলেও কর্মসূচি চলবে। নতুন প্রজ্ঞাপন প্রকাশ না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন অব্যাহত থাকবে।

নতুন পে-স্কেল ঘিরে ঘনীভূত সমস্যাকে দেশের শিক্ষার জন্য অশুভ লক্ষণ হিসেবে দেখছেন প্রবীণ শিক্ষাবিদ ড. কাজি এশতেহাম। তিনি বলেন, দ্রুত বিষয়টির সম্মানজনক সমাধান হতে হবে। শিক্ষকদের দাবির সঙ্গে শিক্ষার্থীদের স্বার্থ জড়িত। কোনো কারণে উচ্চশিক্ষা ব্যাহত হোক, এটা কারোরই কাম্য নয়।

শিক্ষকদের বক্তব্য অনুযায়ী, যে তিনটি দাবি বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতি অর্থমন্ত্রী দিয়েছিলেন, সেগুলো হলো– অষ্টম বেতন কাঠামোতে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের সপ্তম জাতীয় বেতন কাঠামোর অনুরূপ সিলেকশন গ্রেড ও টাইম-স্কেল বহাল থাকবে এবং এক্ষেত্রে সপ্তম বেতন-স্কেলে বিদ্যমান সুযোগ-সুবিধা কমানো হবে না; জ্যেষ্ঠ সচিবদের জন্য সৃষ্টি করা সুপার গ্রেডে সিলেকশন গ্রেডপ্রাপ্ত অধ্যাপকদের একটি অংশকে শতকরা হারে উন্নীত করার বিধান এবং বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের প্রারম্ভিক বেতন সপ্তম গ্রেডে সম্ভব না হলে অষ্টম গ্রেড থেকে শুরু করা হবে। কিন্তু প্রজ্ঞাপনে প্রথম দুটি দাবির প্রতিফলন না ঘটায় সব প্রতিশ্রুতি পূরণ করে অষ্টম বেতন কাঠামো সংশোধনের পর আবার গেজেট প্রকাশের দাবি জানিয়ে অর্থমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রীর কাছে চিঠি দিয়েছিল বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন। একই সঙ্গে তৃতীয় প্রতিশ্রুতিটি পূরণ করায় অর্থমন্ত্রীকে ধন্যবাদও জানান শিক্ষকরা।

এদিকে শিক্ষকদের লাগাতার কর্মবিরতির ঘোষণায় সেশনজটে পড়ার আশঙ্কা করছেন শিক্ষার্থীরা। অনেক শিক্ষার্থীই জানান, নির্ধারিত সময়ে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত না হলে সেশনজট অবশ্যম্ভাবী। তারা ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, এতে তো মন্ত্রী-শিক্ষকদের কোনো সমস্যা নেই। ভুগতে তো হবে আমাদের। গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষার্থী পিয়াল হাসান বলেন, আমাদের মাস্টার্সের দ্বিতীয় সেমিস্টারের পরীক্ষা চলছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস-পরীক্ষা না হলে পরীক্ষা পেছাবে, দেখা দেবে সেশনজট। একই বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রী রহিমা খাতুন জানান, তাদের তৃতীয়বর্ষের পরীক্ষা মাত্র শেষ হয়েছে। চতুর্থ বর্ষের ক্লাস শীতের ছুটির কারণে এতদিন শুরু হয়নি। এখন ছুটি শেষ হতে না-হতেই তারা ক্লাস হওয়া নিয়ে দুর্ভাবনায় পড়েছেন। এই একই উদ্বেগ ছড়িয়ে পড়েছে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে।